জাপানে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের উদ্দেশ্যে মান্যবর রাষ্ট্রদূতের শুভেচ্ছা বক্তব্য

জাপানে বসবাসরত প্রিয় প্রবাসী বাংলাদেশী ভাই ও বোনেরা
আসসালামু আলাইকুম।

আমি আশা করি করোনাকালীন এই মহাদুর্যোগের সময়েও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমি শাহাবুদ্দিন আহমদ জাপানে নিযুক্ত আপনাদের নতুন রাষ্ট্রদূত। বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু এই দেশে দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি।

আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী ৩০ লক্ষ শহীদ, যুদ্ধাহত ও জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এবং সম্ভ্রম হারানো দুই লক্ষ মা-বোনদের, যাদের অপরিসীম আত্মত্যাগের ফলে আমরা পেয়েছি আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। শ্রদ্ধাভরে আরও স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধুর সকল আন্দোলন, সংগ্রামের নেপথ্য অনুপ্রেরণাদায়ী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটে শাহাদাৎবরণকারী সকল শহীদদের।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে, যিনি আমার উপর আস্থা রেখে এই দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত করেছেন। তাঁর আস্থার মর্যাদা রক্ষায় আমার অভিজ্ঞতা, মেধা ও শ্রম দিয়ে আপনাদের সেবা ও দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে আমার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকবে ইনশা আল্লাহ। এ প্রচেষ্টায় আমি আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রিয় প্রবাসী ভাই ও বোনেরা,

স্বাধীনতার ঊষালগ্ন থেকে জাপানের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব দৃঢ়, গভীর ও পরীক্ষীত। কালের পরিক্রমায় জাপান এখন আমাদের সর্ববৃহৎ দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন জাপানের ন্যায় বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার। ইতোমধ্যে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা (এম ডি জি) অর্জনে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছি এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ (রূপকল্প-২০২১), ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এস ডি জি) অর্জন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প-২০৪১ অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এক দুর্নিবার উন্নয়ন অভিযাত্রায় শামিল হয়েছে। আর বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রার প্রতিটি পর্যায়ে জাপান আমাদের পাশে থেকেছে, আমাদের উন্নয়ন লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দিতে আন্তরিকভাবে সক্রিয় সহায়তা করে যাচ্ছে। ২০২২ সালে বাংলাদেশ-জাপান কূটনৈতিক সম্পর্কের সুবর্ণজয়ন্তী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ মাইলফলককে সামনে রেখে আগামীতে দু'দেশের বন্ধুত্ব আরও জোরদার এবং উন্নয়ন সহযোগিতার নতুন দ্বার উন্মোচিত করতে সরকারের পাশাপাশি আপনাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

প্রিয় প্রবাসী ভাই ও বোনেরা,

চলমান করোণা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বাংলাদেশ ও জাপান সহ সমগ্র বিশ্ব আজ জনস্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে উদ্ভুত প্রতিকূলতা সত্বেও নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী এ মহাদুর্যোগকালে আমি আপনাদের সবাইকে মাস্ক পরিধান করা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সহ জাপান সরকারের নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে যথাযথ সাবধানতা অবলম্বনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনাদের চিকিৎসা সেবার সুবিধার্থে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ দূতাবাস জাপানে বসবাসরত বাংলাদেশী ডাক্তারগণের সহায়তায় একটি চিকিৎসক-পুল গঠন করে (ডাক্তারদের নাম, টেলিফোন নাম্বার সহ) দূতাবাসের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। জাপান সরকারের বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত স্বাস্থ্যবিধি সমূহও নিয়মিত আমাদের ওয়েবসাইট-ফেসবুক পেইজে প্রচার করা হয়েছে/হচ্ছে। এছাড়া যে কোন সহায়তার প্রয়োজন হলে দূতাবাসের সাথে পরামর্শ করার জন্য আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রিয় প্রবাসী ভাই ও বোনেরা,

আপনারা যারা দেশ থেকে হাজার মাইল দূরে রয়েছেন, দেশকে বুকে ধারণ করে দেশের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, পরিশ্রমের কষ্টার্জিত উপার্জন দেশে পাঠিয়ে অর্থনীতির ভীত মজবুত করছেন, প্রবাসে তাদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করাই হবে আমার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

আপনাদের আমি বিনীতভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, উন্নয়নের রোল মডেল এই দেশটিতে আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দূত। বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার পাশাপাশি বাংলাদেশের পণ্য এবং শ্রম বাজারকে জাপানে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাদের এ প্রচেষ্টাকে আরও বেগবান করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প-২০৪১ অনুযায়ী ইনশা আল্লাহ অদূর ভবিষ্যতে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বিশ্বদরবারে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে আরও উচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন হবে।

আগামী বছর আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। স্বাধীনতার পর বিগত প্রায় পাঁচ দশকে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বঙ্গবন্ধুর আজন্মলালিত স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরের পথে মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাচ্ছে। আসুন আমরা আমাদের প্রিয় দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলায় উন্নীত করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি টেকসই সোনার বাংলা বিনির্মাণে আত্মনিয়োগ করি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে এটাই হোক আমাদের শপথ।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আপনারা সবাই ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক